কালেমা সমূহ

০১। কালেমা তাইয়্যেবা Page 2
০২। কালেমা শাহাদাত Page 2
০৩। কালেমা তাওহীদ Page 2
০৪। কালেমা তামজীদ Page 2

ছোট সূরা সমূহ

০১। সূরা ফাতিহা Page 3
০২। সূরা নাস Page 3
০৩। সূরা ফালাক Page 3
০৪। সূরা ইখলাস Page 4
০৫। সূরা লাহাব Page 4
০৬। সূরা নাসর Page 4
০৭। সূরা কাফিরুন Page 5
০৮। সূরা কাওসার Page 5
০৯। সূরা কুরাইশ Page 5
১০। সূরা ফীল Page 6
১১। সূরা আসর Page 6
১২। সূরা ক্বদর Page 6

দোয়া ও দুরুদ সমূহ

০১। দোয়ায়ে ইস্তেফতাহ (ছানা দোয়া) Page 7
০২। তাশাহুদ Page 7
০৩। দুরুদ শরিফ Page 7
০৪। দোয়ায়ে মাসূরা Page 7
০৫। দোয়ায়ে কুনুত Page 8
০৬। আয়াতুল কুরসী Page 8
০৭। তওবা করার দোয়া Page 8
০৮। মোনাজাত Page 9
০৯। দোয়া ইউনুস Page 9
১০। ঘুমানোর দোয়া Page 9
১১। সাইয়েদুল ইস্তেগফার Page 9

তাসবীহ সমূহ

০১। তাআ’উজ Page 10
০২। তাসমিয়া Page 10
০৩। রুকুর তাসবীহ Page 10
০৪। তাসমী Page 10
০৫। তাহমীদ Page 10
০৬। সিজদার তাসবীহ Page 10
০৭। দু’সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া Page 10

ইকামত

০১। ইকামত Page 11

কালেমা পাঠের ফজিলত

হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কালেমা পাঠ করে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুমিন বান্দার কাছে কালেমার জিকির সর্বোত্তম জিকির।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি কালেমার জিকির করবে ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা পরকালে জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন এবং আকাশের সব রহমতের দরজা খুলে দিবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, কোনো বান্দা যদি ইখলাসের সাথে কালেমা পাঠ করে ,তবে তার জন্য আকাশের দরজা গুলো খুলে দেওয়া হয়। (তিরমিজি)

কালেমা তাইয়্যেবা ফজিলত

সহীহ হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, এই কালিমার নেকি যদি এক পাল্লায় রাখা হয় অন্য পাল্লায় যদি আসমান জমিন রাখা হয় তাও কালিমার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মুহাম্মদ! সৃষ্টির মধ্য হতে আপনার উম্মতের মধ্যকার এমন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান যে ব্যক্তি একদিন হলেও ইখলাসের সঙ্গে এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং সে দেয়া উপর মৃত্যু বরণ করেছে। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত ইতবার বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ কে সন্তষ্ট করার জন্য “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ“ বলবে, কিয়ামতের দিন সে এমন ভাবে উপস্থিত হবেন যে, তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে গেছে। (বুখারী মুসলিম ,মুসনাদে আহমদ)

০১। কালেমা তাইয়্যেবা বাংলা উচ্চারণ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ।

কালেমা তাইয়্যেবা এর বাংলা অর্থ

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং বান্দা।

০২। কালেমা শাহাদাত বাংলা উচ্চারণ

আশ্‌হাদু আল-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু-লা-শারীকালাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু ।

কালেমা শাহাদাত এর বাংলা অর্থ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও প্রেরিত রাসুল।

০৩। কালেমা তাওহীদ বাংলা উচ্চারণ

লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহেদাল্লা ছানীয়ালাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইমামুল মুত্তাকীনা রাছূলু রাব্বীল আলামীন ।

কালেমা তাওহীদ এর বাংলা অর্থ

(হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ (ইবাদতের যোগ্য) নেই, তুমি এক এবং অদ্বিতীয়। হযরত মুহাম্মদ (ছ) আল্লাহভীরুদের ইমাম এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের রাসূল।

০৪। কালেমা তামজীদ বাংলা উচ্চারণ

লা-ইলাহা ইল্লা আনতা নুরাইইয়াহ দিয়াল্লাহু লিনুরিহী মাইয়্যাশাউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামূল মুরছালীনা খাতামুন-নাবিয়্যীন ।

কালেমা তামজীদ এর বাংলা অর্থ

হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, তুমি জ্যোতিময়। তুমি যাহাকে ইচ্ছা আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন কর। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রেরিত পয়গম্বরগণের ইমাম এবং শেষ নবী।

০১। সূরা ফাতিহা এর বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন। আর রাহমানির রাহীম।

মা-লিকী ইয়াউমিদ্দ্বীন। ইয়্যাকা-নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়ীন। ইহদিনাস-সিরাতাল মুসতাক্বীম।

সিরাত্বাল লাযিনা আন-আমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম। ওয়ালাদ্দুয়াল্লীন আমীন।

সুরা ফাতিহা এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের মালিক। যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক।

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সহজ সরল পথ দেখাও।

তাদের পথ-- যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ তাদের পথ -- যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) নয় এবং যারা পথভ্রষ্টও (খ্রিষ্টান) নয়।(আমীন)

০২। সূরা নাস এর বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। মালিকিন্না-স্ । ইলা-হি ন্না-স্ ।

মিন্ শাররিল ওয়াস্ ওয়া-সিল্ খান্না-স । আল্লাযী ইউ ওয়াসওয়িসু ফী সুদুরিন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

সুরা নাস এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা’বুদের

তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্বগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

০৩। সূরা ফালাক এর বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । কুল আ‘ঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব। মিন শাররি মা খালাক্ব।

ওয়ামিন শাররি গাসিক্বিন ইযাওয়াক্কাব। ওয়ামিন শাররিন নাফফাছাতি ফিল উক্কাদ।

অমিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

সুরা ফালাক এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। বলুন,আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন,তার অনিষ্ট থেকে,

অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে,যখন তা সমাগত হয়,। আর গিরায় ফুতকার দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে,

আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

০৪। সূরা ইখলাস এর বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ । আল্লাহুছ ছামাদ।

লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকিল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

সুরা ইখলাস এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। বলো, তিনিই আল্লাহ,এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন,সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

০৫। সূরা লাহাব এর বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিউ ওয়াতাব্ব। মা আগনা আ’নহুমালুহু ওয়ামা কাসাব।

সাইয়াছ্‌লা- না-রন্ যা-তা লাহাবিঁও। ওয়ামরা আতুহু হাম্মা লাতাল হাতাব। ফি যিদিহা হাবলুম্মিম মাসাদ।

সুরা লাহাব এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে।

সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে’। এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে,’ তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

০৬। সূরা নাসর এর বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । ইযা-জা-আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু,

ওয়ারা আইতান্নাসা ইয়াদখুলুনা ফীদীনিল্লাহি আফওয়াজা।

ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস তাগফিরহু। ইন্নাহু কানা তাউয়্যাবা।

সুরা নাসর এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে,

এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,

তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

০৭। সূরা কাফিরুন বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন। (আবিদুনা মা -আ বুদ।) লা-আবুদু মা তা বুদুন।

ওয়ালা আংতুম আবিদুনা মা আবুদ। ওলা লা আনা আবিদুম মা -আবাত্যুম। অলা য় আন্তুম্ ‘আ-বিদূনা মা য় আ’বুদ্।

লাকুম দীনুকুম অলিয়া দ্বীন।

সুরা কাফিরুন এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। বল,‘হে কাফিররা। তোমরা যার ‘ইবাদাত কর আমি তার ‘ইবাদাত করি না।

এবং আমি যার ‘ইবাদাত করি তোমরা তার ‘ইবাদাতকারী নও’। আর তোমরা যার ‘ইবাদত করছ আমি তার ‘ইবাদাতকারী হব না’। আর আমি যার ‘ইবাদাত করি তোমরা তার ‘ইবাদাতকারী হবে না’।

তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।’

০৮। সূরা কাওসার বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । ইন্না আ তাইনা কালকাওছার। ফাছাল্লি লি রাব্বিকা ওয়ানাহার।

ইন্না শা-নিয়াকা হুয়াল আবতার।

সুরা কাউসার এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।

যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

০৯। সূরা কুরাইশ বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । লিঈলাফি ক্বুরাইশিন। ঈলাফিহিম রিহলাতাশ শিতাই ওয়াছ্ছাইফি।

ফালইয়া’বুদু রাব্বাহাযাল বাইত। আল্লাযী আত্ব’আমাহুম মিন জু-ইও ওয়া আমানাহুম মিন খাওফ।

সুরা কুরাইশ এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে। অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের।

অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় হতে দিয়েছেন নিরাপত্তা।

১০। সূরা ফীল বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । আলাম তারা কাইফা ফা’আলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফী-ল।

আলাম ইয়াজ’আল কাইদাহুম ফী তাদ্বলীলিও। ওয়া আরছালা ‘আলাইহিম তাইরান আবাবীল।

তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন ছিজ্জলিন। ফাজা-আলাহুম কা’আছফিম মা’কুল।

সুরা ফিল এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন নি? তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী প্রেরণ করেছিলেন।

যারা তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে করেছিলেন চিবানো ঘাসের মত।

১১। সূরা আসর এর বাংলা অনুবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । ওয়াল ‘আসর। ইন্নাল ইনছা-না লাফী খুছর।

ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূওয়া ‘আমিলুসসা-লিহা-তি ওয়া তাওয়া-সাওবিল হাক্কি ওয়া তাওয়া-সাও বিসসাবরি।

সুরা আসর এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

১২। সূরা ক্বদর এর বাংলা উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম । ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল ক্বাদরি।

ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বদরি। লাইলাতুল ক্বদরি খাইরুম মিন্’আলফি শাহর।

তানায যালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ ফিহা বিইযনি রাব্বিহীম মিনকুল্লি আমরিন।

সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলাইল ফাজ্বর।

সুরা কদর এর বাংলা অর্থ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়,অতি দয়ালু। নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছি ‘লাইলাতুল ক্বাদরে।’

তোমাকে কিসে জানাবে ‘লাইলাতুল ক্বাদর’ কী? লাইলাতুল কদর’ হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে।

শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।

০১। দোয়ায়ে ইস্তেফতাহ (ছানা দোয়া) বাংলা উচ্চারণ

সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা আ-লা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুকা।

ছানা দোয়া অর্থ

হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম চির বরকতময়, সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের শীর্ষে তোমার মর্যাদা, তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

০২। তাশাহুদ (আওাহিয়্যাতু) বাংলা উচ্চারণ

আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্সালাওয়া-তু ওয়াত্তায়্যিবা-তু আস্সালা-মু ‘আলাইকা আইয়্যূহান নাবিয়্যূ ওয়া রা'হমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আস্সালা-মু ‘আলাইনা- ওয়া ‘আলা ‘ইবা-দিল্লা-হিস সা-লিহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু ।

তাশাহুদের বাংলা অর্থ

সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের প্রতি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।

০৩। দুরুদ শরিফ এর বাংলা উচ্চারণ

আল্লা-হুম্মা সাল্লি ‘আলা- মুহাম্মাদিউ ওয়া ‘আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- সাল্লাইতা ‘আলা- ইব্রাহীমা ওয়া ‘আলা- আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক ‘আলা- মুহাম্মাদিউ ওয়া ‘আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা- বা-রাকতা ‘আলা- ইব্রাহীমা ওয়া ‘আলা- আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা 'হামীদুম্ মাজীদ।

দুরুদ এর বাংলা অর্থ

হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করো, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছো ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ্! বরকত অবতীর্ণ করো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছো ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত’।

০৪। দোয়ায়ে মাসূরা বাংলা উচ্চারণ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালাম্তু নাফ্সী যুলমান কাছিরান ওয়ালা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা, ফাগ্ফিরুলী মাগফিরাতান মিন ‘ইনদিকা ওয়ার’হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর্ রাহীম ।

দোয়ায়ে মাসূরা বাংলা অর্থ

হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই ক্ষমা করতে পারে না, সুতরাং আপনি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে রহম করুন, আপনি বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

০৫। দোয়ায়ে কুনুত বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা, ওয়া নাস্তাগফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা, ওয়া নুছনি 'আলাইকাল খইর, ওয়া নাশকুরুকা, ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নাখলাউ, ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া লাকানুসল্লী, ওয়া নাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস'আ, ওয়া নাহফিদু, ওয়া নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ক।

দোয়া কুনুতের বাংলা অর্থ

হে আল্লাহ আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি এবং সকল কিছু তোমার দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি অকৃতজ্ঞ হই না, এবং যারা তোমার অবাধ্য হয় তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব করি তোমারই জন্য নামায পড়ি এবং তোমাকেই সিজদাহ করি, আমরা তোমারই দিকে দৌড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত আশা করি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি আর তোমার আযাবতো কাফেরদের জন্যই র্নিধারিত।

০৬। আয়াতুল কুরসী বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্ হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম। লা তা’খুজুহু সিনাতু(ন) ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস-সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্বি। মান যাল্লাজি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহ। ইয়া লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম। ওয়ালা ইউ হিতুনা বিশাই’ইম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ’। ওয়াসিআ কুরসি ইয়ুহুস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আজিম।

আয়াতুল কুরসী দোয়া অর্থ

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা শক্তিমান। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আসমানসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে কে সুপারিশ করতে পারে? তিনি মানুষের সামনে ও পিছনে যা আছে, সবই জানেন। তাঁর জ্ঞান থেকে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তারা তাঁর কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান, সর্বোচ্চ।

০৭। তওবা করার দোয়া বাংলা উচ্চারণ

আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি; লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

বাংলা অর্থ

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আমার সব পাপের, আমি তাঁর কাছে ফিরে আসি। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচার ও নেক কাজ করার কোনোই শক্তি নেই। (মুসলিম ও তিরমিজি)

০৮। মোনাজাত বাংলা উচ্চারণ

০১. আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। [অর্থঃ বিতারিত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।]

০২. বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহিম। [অর্থঃ পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।]

০৩. রাব্বানা আ'তিনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাছানাতাঁও ওয়াক্বিনা আজাবান্নার। [অর্থঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে ইহকালীন যাবতীয় সুখ-শান্তি ও পরকালীন যাবতীয় সুখ-শান্তি প্রদান কর। আর দোজখের আগুন থেকে আমাকে রক্ষা কর।]

০৪. মাতা-পিতার জন্য সন্তানের দোয়াঃ রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ঈয়ানী সাগিরা। (সূরা বণী ইসরাইল, আয়াতঃ ২৩-২৫) [অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি সেই ভাবে সদয় হউন, তাঁরা শৈশবে আমাকে যেমন স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেছেন।]

০৫. গুনাহ্ মাফের দোয়াঃ রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফফির আন্না সাইয়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মায়াল আবরার। (সূরা আল ইমরান, আয়াতঃ ১৯৩) [অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও, আমাদের থেকে সকল মন্দ দূর করে দাও এবং আমাদের নেক লোকদের সাহচার্য দান কর।]

০৯। দোয়া ইউনুস বাংলা উচ্চারণ

লা ইলাহা ইল্লা আংতা, সুবহানাকা ইন্নি কুংতু মিনাজ জ্ব-লিমিন।

দোয়া ইউনুস বাংলা অর্থ
তুমি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই; তুমি পুতঃপবিত্র, নিশ্চয় আমি জালিমদের দলভুক্ত।

১০। ঘুমানোর দোয়া বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া।

ঘুমানোর দোয়া অর্থ
হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই অনুগ্রহে আমি পুনরায় জাগ্রত হবো। (বুখারি, হাদিস : ৬৩২৪)

১১। সাইয়েদুল ইস্তেগফারের বাংলা উচ্চারণ

আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।

সাইয়েদুল ইস্তেগফারের বাংলা অর্থ
হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই।

০১। তাআ’উজ

তাআ’উজ পাঠাঃ সানার পর পড়তে হয়-
"আউযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম"। [অর্থ- বিতারিত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ।]

০২। তাসমিয়া

তাসমিয়া পাঠঃ তাআ'উজ পাঠের পর পড়তে হয়-
"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"। [অর্থ- পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।]

০৩। রুকুর তাসবীহ

রুকুর তাসবীহঃ রুকুতে পাঠ করতে হয়-
"সুবহা-না রাব্বিয়াল আ’জ্বীম।" [অর্থ- মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহাত্মতা ঘোষণা করছি ।]

০৪। তাসমী

তাসমীঃ রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় পড়তে হয়-
"সামি আল্লা হুলিমান হামিদাহ"। [অর্থ- প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শোনেন ।]

০৫। তাহমীদ

তাহমীদঃ রুকু থেকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়-
"রাব্বানা লাকাল হামদ"। [অর্থ- হে আমার প্রভু, সমস্ত প্রশংসা আপনারই ।]

০৬। সিজদার তাসবীহ

সিজদার তাসবীহঃ সিজদায় পড়তে হয়-
"সুবহা-না রাব্বিয়াল আ’লা"। [অর্থ- আমার প্রতিপালক যিনি সর্বশ্রেষ্ট, তারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি।]

০৭। দু’সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া

দু’সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়াঃ দুই সিজদার মাঝখানে সামান্য বিরতি দিতে হয়, তখন পড়তে হয়"-
"আল্লাহু ম্মাগ ফিরলী ওয়ার হামনি ওয়ার যুক্কনী"। [অর্থ- হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে রিজিক দিন ।]

০১। ইকামত দেয়ার সহিহ পদ্ধতি

‘ইকামত’ অর্থ দাঁড় করানো । জামা‘আতে বা একাকী সকল অবস্থায় ফরয ছালাতে আযান ও এক্বামত দেওয়া সুন্নাত।

ইকামত বাংলা উচ্চারণ

আল্লাহু আকবার (৪ বার)
আশহাদু-আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (২ বার)
আশহাদু-আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (২ বার)
হাইয়া আলাছ ছালাহ্ (২ বার)
হাইয়া আলাল ফালাহ্ (২ বার)
ক্বদ ক্বামাতিস্ সালাহ (২ বার)
আল্লাহু আকবার (২ বার)
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (১ বার)

ইকামত অর্থ

আল্লাহ সর্বশক্তিমান ।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই ।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত দূত ।
নামাজের জন্য এসো ।
সাফল্যের জন্য এসো ।
নামাজ আরম্ভ হলো ।
আল্লাহ্ মহান ।
আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই ।